সাইফের হত্যাকারীদের বিচার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে বাবা মা।

ছবি বুকে নিয়ে ছেলে সাইফের হত্যাকারীদের বিচার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে হতভাগ্য পিতা জামাত আলী। বিচার না পেয়ে মা বাবার বিলাপ থামছেই না। নানা দেনদরবার করার পরও ছেলে হত্যার বিচার না পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাত প্রার্থনা করেছেন মেহেরপুরের গাংনীর পূর্ব মালসাদহ গ্রামের অসহায় পরিবারটি।

সাইফের পিতা জামাত আলী জানান,পূর্বমালশাদহ গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে আশরাফুল ইসলাম ও আব্দুল আজিজের ছেলে সাহেদ আলী প্রায় ৫ লাখ টাকার বিনিময়ে ২০১৭ সালে ১৪ আগষ্ট সাইফকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যায়। সেখানে শ্রমিক হিসেবে কনসালটেশন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লি: (সি জি ডাবলু) কর্মরত অবস্থায় ২০১৮ সালের ৯ নভেম্বর কোম্পানীর একটি ৭তলা রুমে থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সাইফের লাশ উদ্ধার করে।

সাইফ আত্মহত্যা করেছে বলে আমাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খবর দেয় আশরাফুল ইসলাম সাহেদ আলী। ১৭ নভেম্বর সাইফের লাশ দেশে আসলে ঐদিনই দাফন করা হয়। এ ঘটনায় আশরাফুল ইসলাম ও সাহেদ আলী দুজন সাইফের পরিবারকে জানান,মৃত্যু’র ঘটনায় কোম্পানী বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করে যার নং জি/২০১৮১১০৯/০১৩।

সাইফের বোন পারভীনা খাতুন জানান,বিভিন্ন সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যেদিন সাইফের লাশ উদ্ধার করা হয় তার আগে রফিকুল ইসলাম ও সাহেদ আলী সাইফের সাথে দেখা করে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ের ৭ম তলায়। এরপর সাইফের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে সিঙ্গাপুর পুলিশ। সাইফ আত্মহত্যা করেনি তাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

এ হত্যাকান্ডোর সাথে আশরাফুল ইসলাম ও সাহেদ আলীর জড়িত থাকতে পারে সন্দেহ প্রকাশ করে সাইফের পরিবার। হত্যাকান্ডে জড়িতদের পরিচয় নিশ্চিত করতে আশরাফুল ইসলাম ও সাহেদ আলীর ডিএনএ টেস্ট করা ও লাশের সুরতহালের রির্পোট দেওয়ার দাবি করেন তিনি।

সাইফের মা জানায়,আশরাফুল ইসলাম ও সাহেদ আলীর চক্রান্তের কারনে সিঙ্গাপুরের কোম্পানী ও পুলিশ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে

পারেনী। কোম্পানী থেকে দেয়া আর্থিক বিষয়টাও আশরাফুল ইসলাম ও সাহেদ আলী হাতিয়ে নিয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

সাইফের বোন পারভীনা খাতুন আরো জানান,তার ভাই হত্যাকান্ডোর বিচার পেতে বিভিন্ন লোকজনের কাছে গিয়েছি কোন কাজ হয়নী।

শেষ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক গাংনী উত্তর পাড়ার বাসিন্দা আনিছুজ্জামান লুইসের কাছে গেলে সে প্রবাসী কল্যান মন্ত্রনালয়ে আবেদন করার আশ্বাস দিয়ে ৯ হাজার টাকা নিয়েছেন। ঢাকায় যাতায়াত করার জন্য ৯ হাজার টাকা নেয়া হয়েছে বলে স্বীকার করে আনিছুজ্জামান লুইস বলেন,আবেদন জমা দেয়া হয়েছে। সব টাকা খরচ হয়নী কিছু টাকা অবশিষ্ট রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ভাই হত্যার বিচার পেতে তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাত প্রার্থনা করেন তিনি। এ বিষয়ে সিঙ্গাপুরে থাকায় আশরাফুল ইসলাম ও সাহেদ আলীর সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নী। তবে তাদের মোবাইল নম্বর নেওয়ার জন্য পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা দিতে অপরগতা প্রকাশ করেন।

গাংনীতে জমি বিক্রয়ের নামে প্রতারণা করে ২১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার পায়তারা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের এক ব্যাবসায়ী প্রতারণার শিকার হয়ে পথে বসে গেছে বলে জানা গেছে।

প্রতারণার শিকার ভুক্তভোগি ব্যবসায়ী গাংনী বাজারের জননী জহুরা এন্টারপ্রাইজের মালিক মৃত শের আলি মন্ডলের ছেলে মো: আবুল কালাম জানান, গাংনী পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড এর পশ্চিম মালসাদহ এলাকার মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে মো: এনামুল হক চৌগাছা মৌজার ৮৫৯৬ দাগে ৩৯ শতক জমির মধ্যে ৩০ শতক জমি ৩৩লক্ষ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ২১লক্ষ টাকায় বায়না করে।

গত ২০১৭ সালের জুলাই মাসের ১৭ তারিখে অ্যাডভকেট নাজমুন নাহার খানমের নিকট জমি ক্রয় সংক্রান্ত একটি বায়না নামা সম্পাদন করা হয় বলে জানান ভুক্তভোগি মো: আবুল কালাম।

বায়না নামার মাধ্যমে ৩০ শতক জমি ক্রয় বাবদ নগদ ২১ লক্ষ টাকা মো: এনামুল হক ঠান্ডুকে পরিশোধ করে পরবর্তি ২ বছরের মধ্যে বাকি ১২ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে জমির মালিকানা রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে মো: আবুল কালামকে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও বিক্রেতা মো: এনামুল হক ঐ জমি অন্যত্র বিক্রয় করে দেয় বলে জানান ভুক্তভোগি আবুল কালাম।

পরে বাকি টাকা পরিশোধ করে জমি রেজিষ্ট্রি চাইলে বিক্রেতা ঠান্ডু ভুক্তভোগি আবুল কালামকে বিভিন্ন অজুহাতে হয়রানি দিতে থাকে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এক পর্যায়ে জমির উপর সাইনবোর্ড লাগিয়ে রাখেন ভুক্তভোগি আবুল কালাম। কিছু দিন পর সেই সাইনবোর্ড তুলে ফেলেন বিক্রেতা এনামুল হক।

এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে জমি বায়নাকারি এনামুল হক নানানভাবে হয়রানি দিয়ে থাকে বলে জানান আবুল কালাম ।

এ বিষয়ে কয়েক দফা বিভিন্ন মহলকে নিয়ে বসেও সুরাহা না হওয়ায় পরবির্ততে ভুক্তভোগি আবুল কালাম মেহেরপুর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে সে মামলা চলমান রয়েছে বলে তিনি জানান।

ভুক্তভোগি আবুল কালাম জানান, বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা নিয়ে তার জমি ক্রয় করার জন্য বায়না দিয়ে এখন সে জমিও ভোগ করতে পারছিনা আবার মোটা অংকের টাকা হাতছাড়া করে ব্যবসারও চরম ক্ষতি হয়ে গেছে। টাকা হাতছাড়া হওয়ার কারণে ব্যবসা চালাতে গিয়ে নিজেস্ব ট্রাক ও কয়েকটি সম্পত্তি বিক্রয় করে এখন পথে বসে গেছেন বলে জানান তিনি।

এদিকে জানতে চাওয়া হলে বায়নাকারি এনামুল হক ঠান্ডু বলেন, আমি তার কাছে কোন জমি বিক্রয়ের জন্য টাকা নেয়নি। এনামুল হক আরও বলেন আবুল কালাম আমার জমির উপর কয়েকবার সাইনবোর্ড লাগিয়ে জমি নিজের দাবি করে সেজন্য তার সেই সাইনবোর্ড তুলে ফেলে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগি আবুল কালাম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গাংনীতে ভূমিদস্যুরা জবর দখলে রেখেছে ভুক্তভোগির জমি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধর্মচাকি গ্রামের ভূমিদস্যুরা হাইকোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করে জোরপূর্বক ফসলি জমি দখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগি ঐ গ্রামের মৃত ফাকের আলির ছেলে শামসুল হুদা।

ভুক্তভোগি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শামসুলহুদা জানান, পাকিস্তান আমলে ১৯৬০-৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দেবিপুর গ্রামের মৃত রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে মো: রিকাব উদ্দিন কেসি এস খতিয়ানের ১৩-১৫/এস এ ৩৯০৩/১ (বাটা) দাগে মোট ৫ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়।

পরে ১৯৬২ সালে মো: রিকাব উদ্দিন ধর্মচাকি গ্রামের মৃত ওহিরুদ্দিনের চার ছেলে ফাকের আলি, শকের আলি, আব্দুর সাত্তার ও সিরাজুল ইসলাম এর নিকট ১ একর ৬৬ শতক এবং ভোমরদহ গ্রামের নজির হোসেনের ও মফেজ উদ্দিনের নিকট ১ একর ৯৮ শতক জমি বিক্রয় করে।

বাকি ১ একর ৩২ শতক জমি ধর্মচাকি গ্রামের মৃত তছিম উদ্দিন এর ছেলে মহশিন দিং ও মৃত রজব আলির ছেলে আব্দুর করিম দিং এর নিকট বিক্রয় করে। পরবর্তিতে ঐ জমি ৭৮ সালে ৪৫ নং হিজলবাড়িয়া মৌজার অন্তর্ভুক্ত হয়ে নয়টি দাগে শামসুল হুদাসহ আরও তিন জন ভোগ দখল করে আসে। শামসুলহুদা ও রবিউল ইসলাম ভোগ দখল করেন ৫১৪০ দাগে ১ একর ১৮ শতক, গোলাম মোস্তফা ভোগ করেন ৫১৪৯ দাগে ৫৩ শতক, ৫১৪৭ দাগে গোলাম মর্তুজা ও আবুল হাসান ৮০ শতক ভোগ করেন। গোলাম মোস্তফা, রবিউল ইসলাম ও আবুল হাসান ৫১০৭, ৫১০৮, ৫১২৮ ও ৫১৩৫ দাগে ৪৫ শতক ভোগ দখল করেন।

১৯৬২ সালে নজির হোসেন ও মফেজ উদ্দিনের নিকট থেকে ১ একর ৯৮ শতক জমি বিক্রয় কবলামুলে শাকের আলিগন ক্রয় করেন বলে জানান ভুক্তভোগি মো: শামসুল হুদা। পরবর্তিতে আমাদের ১ একর ৬৬ ও ক্রয়কৃত ১ একর ৯৮ শতক জমি ভোগ দখলকারি এবং ঐ জমিতে শ্যালো টিউবওয়েল স্থাপন করেন বলে তিনি জানান।

১৯৮৮ সালে ঐ গ্রামের মৃত আছালতের ছেলে লতিব ও মৃত ইয়াছিনের ছেলে শুকুর আলি জমি নিজেদের বলে দাবি করে। এখবর পেয়ে ভুক্তভোগি শামসুলহুদা ১৯৮৯ সালে কোর্টে মামলা করে এবং ১৯৯১ সালের অক্টোবরের ২৮ তারিখে নিজেদের ক্রয়কৃত জমি বলে রায় পান। পরে ১৯৯২ সালে মেহেরপুর জজ কোর্টে প্রতিপক্ষরা শামসুল হুদার পক্ষে যে রায় হয় তার বিরুদ্ধে আপিল করে পরাজিত হলে ১৯৯৫ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আবারও আপিল করলে তারা হেরে যায়। প্রতপিক্ষরা আপিল মামলায় পরাজিত হলে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ভোগ দখল করে আসছিলেন বলে জানান ভুক্তভোগি শামসুল হুদ।

ভুক্তভোগি শামসুলহুদা আরও জানান, ২০১৫ সালে শুরুর দিকে ধর্মচাকি গ্রামের আব্দুর লতিবের ছেলে লিটন গাংনী উপজেলার তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো: দেলোয়ার হোসেনকে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের জমির উপরে নিয়ে যায় এবং কংক্রিটের পিলার পত্তন দেয়। হাইকোর্টের রায় এর বিষয়টি ভুমিকর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেনকে অবহিত করলে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে অফিসে আসতে বলেন বলে সাংবাদিকদের জানান শামসুল হুদা। এ ঘটনার পরের দিন যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে তার কাছে বিচার চাইতে গেলে তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে যান।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেলোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমার কাছে অভিযোগ আসে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যাক্তিরা সরকারি খাস জমি ভোগ দখল করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঐ জমি মুক্ত করতে সেখানে পরিদর্শনে যায়। তাছাড়া কোন পক্ষকে জমি দখলদালিত্ব দেওযা হয়নি।

তিনি এও বলেন, কারও ব্যাক্তি মালিকানা জমি যদি অন্য কেউ জোরপূর্বক দখল করে তাহলে প্রশাসনের সহায়তা নিতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন তো এ বিষয়ে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারেন।

ভুক্তভোগি শামসুল হুদা জানান, বিক্রয় কবলার মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমি দীর্ঘ দিনধরে ভোগ দখল করে আসছি। সেখানে ধর্মচাকি গ্রামের ভ্যান চালক লতিবের ছেলে লিটনের নেতৃত্বে একই গ্রামের মৃত ইয়ার আলির ছেলে মহাবুর, মনিরুল, আব্দুর রহমানের ছেলে দাউদ, আইয়ুব, ইউনুছ, মৃত মজের আলির ছেলে হুমায়, মৃত নজরুলের ছেলে সাইফুল, মৃত নূর হোসেনের ছেলে আব্দুর কাদের, মৃত মোজাহারের ছেলে আরেজুল, মৃত ইয়াছিনের ছেলে শুকুর আলি, মৃত পিয়ার আলির ছেলে ফজলু এই ভূমিদস্যু চক্র মিলে আমাদের জমির ফসল নষ্ট করে তা দখল করে জোর করে ভোগ

করে আসছে। এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে তারা প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে জানান ভুক্তভোগি শামসুল হুদা। তিনি এর সুষ্ঠ বিচার চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করেছেন।

জানতে চাইলে লতিবের ছেলে লিটন মাহমুদ বলেন, ঐ জমি খাস খতিয়ান ভুক্ত জমি তা শামসুল হুদা গং ভোগ করে আসছিল। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানালে তৎকালিন সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেলোয়ার হোসেন আমাদের নিকট ঐ জমির দখল বুঝিয়ে দেয় বলে সাংবাদিকদের জানান লিটন মাহমুদ।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরে অবৈধ ভাবে ভূগর্ভস্থ মাটি উত্তোলন করায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ভূগর্ভস্থ মাটি উত্তোলন করায় এক ব্যাক্তির ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুরের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মাঈন উদ্দীন এ জরিমানা করেন।

তিনি জানান, যাদবপুর গ্রামের মৃত আনন্দ মন্ডলের ছেলে মো: চাইনদ্দিন কে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ভূগর্ভস্থ মাটি উত্তোলন করায় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ১৫(১) ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া একই গ্রামের জহিরুল ইসলাম বাবু এবং কোলা গ্রামের কন্টাক্টর মো: মিজানুর সহ শ্রমিকদের মুচলেকা নেয়া হয় যাতে আর কোন ভূগর্ভস্থ মাটি উত্তোলন না করে।

মেপ্র/ আরপি

মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী ধর্ষণ মামলায় ৩ ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদন্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে এক প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণের দায়ে বাবলু, হামিদুল, হাসেম আলী নামের ৩ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড, এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক মো: রাফিজুল ইসলাম এ আদেশ দেন। সাজাপ্রাপ্ত বাবলু মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের হারেজ আলীর ছেলে, হাসেম আলী একই গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে এবং ইমাদুল তেরোরিয়া গ্রামের আব্দুল আলীর ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শোলমারী গ্রামের মহসিন আলীর মেয়ে বিধবা প্রতিবন্ধী উলফাতুন্নেছার শারীরিক পরিবর্তন দেখে তার পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয়।

পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে প্রতিবন্ধী উলফাতুন্নেছার জানান, একই সালের ৯ মার্চ তারিখে সহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে তাকে ধর্ষণ করে। পরে উলফাতুন্নেছার ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে।

এই ঘটনায় উলফাতুন্নেছার ভাই মাজিদুল বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধনী ৩ এর ১/৩ ধারাই একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৬। তারিখ ২/১০/২০১৭ ।

পরে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষ করেন এবং পরে চার্জ সীট দখল করেন। মামলায় মোট ১৮ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এতে আসামীরা দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাদের প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন।

একই আদেশে মামলার আসামী বাবলু কর্তৃক ধর্ষিতার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় ওই কন্যা সন্তানকে মাতৃকুলের কোন আত্মীয় কাছে রেখে মানুষ করতে পারবে বলে আদালত সিদ্ধান্ত দেন। ওই কন্যা সন্তান পিতা-মাতা উভয়েরই পরিচয় পরিচিত হবে বলে আদালত সিদ্ধান্ত দেন।

ওই কন্যার বিবাহ পর্যন্ত তার ভরণপোষণ রাষ্ট্র বহন করবে বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়। ওই কন্যা সন্তানের ভরণপোষণের প্রদেয় অর্থ সরকার আসামী বাবলুর নিকট থেকে আদায় করতে পারবে বলে জানানো হয়।

একই সাথে তার বিদ্যমান সম্পদ থেকে আদায় করা সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হবেন সে সম্পদ থেকে তার আদায় হবে। মামলার রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজি শহীদ এবং আসামীপক্ষে অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন কৌশলী ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

মেহেরপুরে শোলমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরন ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ মনিরুল ইসলাম।

সেলিম রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সহিদ সাদেক হোসেন বাবলু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ গোলাম মোস্তফা মোঃ

ইমতিয়াজ আহমেদ মিরন, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার এবং মোঃ আক্তার হোসেন।

বিদায়ী ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন টুটুল ইসলাম ইসলাম ও শাওন আহমেদ।

পরে নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ এবং এসএসসি বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সকল পরীক্ষার উপকরণ দেওয়া হয়।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

মেহেরপুরের গাংনীতে মুক্তিনারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যোগে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা কৃষি অফিসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মাইটিভি জেলা প্রতিনিধি মোঃ মাহাবুব আলম।

ইত্তেফাকের প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সমন্বয়কারী উম্মে সালমা। এসময় সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে টিন বিতরণ

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে ৪ নং ওয়ার্ডের এক দুস্থ পরিবারকে টিন বিতরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন তাদের হাতে এ টিন তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন,

৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ আবু আব্দল্লাহ বাপ্পি, ৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইভান, মহিলা কাউন্সিলর আল্পনা খাতুন প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ (ভিডিও সহ)

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হাসপাতাল কতৃপক্ষ। নির্দিষ্ট সময় বেধে দিলেও সেদিকে কোন কান দেন না এই সব রিপ্রেজেন্টেটিভরা।

হাসপাতালের পরিবেশ সুষ্ঠ রাখতে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হলেও খুব একটা কাজ হচ্ছে না। বুধবার সকালে হাসপাতালের তত্বাবধায়ক তাহাজ্জেল হোসেন নিজেই এক ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভকে ধরে পুলিশে দিলেও অজ্ঞাত কারনে তাকে ছেড়ে দিতে হয়।

সপ্তাহের দুইদিন শনিবার ও মঙ্গলবার রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্য নির্ধারন থাকলেও প্রতিদিনিই তাদের আনাগোনা হাসপাতাল প্রাঙ্গনে।

ডাক্তারদের বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন দিয়ে তাদের সাথে সু-সম্পর্ক তৈরি করে নিজ কোম্পানীর ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখে নেওয়াই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। ডাক্তার চেম্বার থেকে রোগী বের হওয়ার সাথে সাথে তাদের দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে যায় প্রেসক্রিপশন দেখা নিয়ে। পকেট থেকে স্মার্ট ফোন বের ছবিও তুলে নেন প্রেসক্রিপ্সনের।

বুধবার দুপুরের আগে হাসপাতালে গিয়ে দেখা এই চিত্র। বেশ কয়েকজন ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিরা ডাক্তারের চেম্বারে কেউ কেউ প্রেসক্রিপশনের ছবি তোলা নিয়ে ব্যাস্ত আবার কয়েকজন বাইরে অপেক্ষ করছে।

৭০ বছরের বৃদ্ধ গনী মেম্বর, ডাক্তারের চেম্বার থেকেই বের হতেই ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধি মেহেদী হাসান তার হাতে থাকা প্রেসক্রিপশন টা নিয়ে ছবি তুলে নিলেন। জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠলেন, কোম্পানীকে দেখাতে হয়। হাসপাতাল কতৃপক্ষ আপনাদের জন্য নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে দিয়েছে আজ কেন। এমন প্রশ্নে মেহেদী হাসান জানান কোম্পানীকে দেখাতে আমরা কাজ করি কি না। তাই বাধ্য হয়ে প্রতিদিনিই আসতে হয়।
ল্যাব এইড এর প্রতিনিধি আব্দুর রব বলেন, কোম্পানীকে প্রেসক্রিপ্সনের ছবি না দিলে চাকরী থাকবে না। তাই হাসপাতাল কতৃপক্ষ নিষেদ করলেও আসতে হয়।

ওষুধ লেখাতে ডাক্তারদের কোন উপঢৌকন দিতে হয় কিনা জানতে চাইলে আব্দুর রব বলেন, এগুলো কোম্পানী ঠিক করে। আমাদের কাজ প্রতি মাসে যেভাবেই হোক ৭০-৮০ হাজার টাকার ওষুধ বিক্রি করতে হবে।

হেলথ কেয়ার কোম্পানীর প্রতিনিধি শরিফুল বলেন, আমাদের অফিসিয়ালভাবে প্রেসক্রিপশন সার্ভে দেওয়া লাগে। সেজন্য নিষেধ থাকা সর্তেও আসতে হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ডাক্তার জানান, রিপ্রেজেন্টিভরা তো গরিব মানুষ, এদের পিছনে লেগে লাভ কি। কোম্পানীর চাপে পড়ে এদের আসতে হয়। উপঢৌকনের বিনিময়ে ওষুধ প্রেসক্রাইভ করার অভিযোগ অস্বীকার করেন ডাক্তাররা।

হাসপাতাল ক্যাম্প ইনচার্জ রাকিব জানান, বুধবার সকালের দিকে হাসপাতালের তত্বাবধায় তাহাজ্জেল হোসেন এক রিপ্রেজেন্টিভকে ধরে আমাদের কাছে দেয়। পরে মুচলেকা দিয়ে সে ছাড়া পাই। এসব কাজ

তত্বাবধায়কের না আপনাদের জানতে চাইলে তিনি বলেন, অবশ্যই আমাদের। আমরা হাসপাতালের পরিবেশ স্বাভাবিক সুষ্ঠ রাখতে সব সময় সোচ্চার থাকি।

এ বিষয়ে হাসপাতালের তত্বাবধায়ক তাহাজ্জেল হোসেন জানান, আমরা আমাদের মত চেষ্ট করি হাসপাতালের পরিবেশ ঠিক রাখতে। কিন্তু একা চেষ্ট করে লাভ কি, কেউ যদি সহযোগীতা না করে। আমি কিছু করতে গেলে আমাকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেওয়া হয়।

মেপ্র/ইএম

গাংনীর এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন এর সহধর্মিণীর উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন এর পত্নী লাইলা আরজুমান বানু শিলা’র উদ্যোগে উপজেলা সকল ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বরদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন।

বুধবার বিকেলে এমপির নিজ বাসভবনে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে লাইলা আরজুমান বানু বলেন, মেয়েরা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকলেও এই অল্পটুকুও কেউ দিতে চায়না। তাই এমপি সাহেবকে বলে মহিলা মেম্বরদের জন্য সামান্য হলেও শীত বস্ত্রগুলো রাখা হয়েছে। পরবর্তিতে চেষ্টা করব আরও বড় কিছু দিতে। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সদস্য ও উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম,বিআরডিবি সমিতির সভাপতি আলি আজগর উপস্থিৎ ছিলেন। মোট ২৭ জন মহিলা মেম্বরদের মাঝে তিনটি করে কম্বল বিতরণ করা হয়।

মেপ্র/ইএম